‘‘সামগ্রিক জীবন বিধান’’-এর বাস্তব

‘‘সুবিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী’’ - আল্ মায়েদাহ ৮

সমাজের ওপরে অনেকে শারিয়ার সাম্প্রতিক প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটা সহজ, জবাবটাও সহজ কিন্তু বহুমাত্রিক। গ্রাম-গঞ্জের ফতোয়াবাজীর আদালতের পাশাপাশি শারিয়া এখন ইন্টারনেট অন-লাইনের অদৃশ্য শারিয়া-কোর্টের মাধ্যমে বিশ্ব-মুসলিমের জীবন নিয়ন্ত্রন করতে শুরু করেছে। এগুলো সবই শারিয়ায় খেলাফ, শাফি’ আইন বলছে- ‘‘খলিফা বা তাঁহার প্রতিনিধি ব্যতিত অন্য কেহই বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে না’’-আইন নং ও.২১.৩। মুখে সুমধুর কথার পাশাপাশি বিধানের অত্যাচার চলেছে অপ্রতিহত। এ নিবন্ধে সাম্প্রতিক দু’টো ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব। এসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন বা কল্পনাবিলাস নয়, এগুলো হল ইসলামের নামে নিরপরাধ মানুষের জীবন নষ্ট হবার মর্মান্তিক বাস্তব যা কিনা ইসলামের সাক্ষাৎ খেলাফ। ইসলামি ত্বাত্ত্বিক পদ্ধতিতেই এটাকে রোধ করতে হবে কারণ কোন রাজনৈতিক সরকারের ক্ষমতা নেই আইন করে ইসলামের নামে এ অত্যাচার বন্ধ করে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ১৬ই জানুয়ারী ২০০৬ তারিখে বিশ্ব-মানবতার কাছে এক মর্মান্তিক আবেদন করেছেন ইরাণের ১৮ বছর বয়েসের তরুণী নাজনীনের প্রাণ বাঁচাতে। নাজনীনের ঘটনাটা জটিল কিছু নয়। গত বছর মার্চ মাসে ইরাণের কারাজ শহরে এক পার্কে সে

নাজনীন

আর তার ষোল বছর বয়সের ভাগ্নী ধর্ষকের হামলার শিকার হয়। নাজনীন তখন সপ্তদশী, ঘটনাক্রমে তার হাতে ছিল বড় একটা ছুরি। পুরুষদের মত ইরাণের নারীরাও সবল সুঠাম দেহের অধিকারিনী, অস্ত্র হাতে থাকলে ধর্ষককের ওপরে তারা কি ক্ষিপ্ত বাঘিনী হয়ে চড়াও হবে তা বোঝা কঠিন নয়। নাজনীনের ছুরির আঘাতে এক ধর্ষক মারা পড়ে। কারাজ-এর শারিয়া কোর্ট সেই খুনের অভিযোগে শারিয়া আইন অনুযায়ী নাজনীনকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। মামলাটা এখন আপিল কোর্টে আছে। এখন বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেশনের ‘‘বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন’’-এ শারিয়া-আইনগুলো দেখা যাক।

হত্যার শারিয়া আইনঃ- ‘‘মুসলিম অমুসলিমকে এবং অমুসলিম মুসলিমকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হইবে’’ - ১ম খন্ড ধারা ৫৬। (কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি খুন করেন বা কেউ যদি নিজের পুত্র-কন্যা বা নাতি-নাতনিকে খুন করে তবে খুনীর মৃত্যুদন্ড হবে না - ৩য় খন্ড ধারা ৯১৪ গ ও ধারা ৬৪। এসব ইসলাম-বিরোধী শারিয়া-আইন নিয়ে পরে বিস্তারিত লেখা হবে)।

কোরাণে হত্যার আয়াত সুরা বনি ইসরাইল ৩৩ (ও বাকারা ১৭৮ ইত্যাদি)ঃ- ‘‘ন্যায়ভাবে ছাড়া সে প্রাণকে হত্যা করিও না যাহাকে আল্লাহ হারাম করিয়াছেন’’। সুরা নিসা আয়াত ৯২-তে আছে ভুলক্রমে কেউ খুন হয়ে গেলে খুনীর শাস্তি হবে না কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে। কোরাণ সুরা আল্ কাসাস আয়াত ১৫ ও ১৬-এ অনিচ্ছাকৃত খুনকে বলেছে নিজের ওপর জুলুম, বলেছে অনুতপ্ত খুনীকে ক্ষমা করার কথা।

দ্বিতিয় উদাহরণের খবর সম্প্রতি উঠেছে আন্তর্জালের ‘‘বাংলার নারী’’ আলোচনা চক্রে। ২০০৩ সালে সৌদি আরবের দামাম শহরে পেট্রল-পাম্পের কর্মচারী নৌশাদ এক সৌদি’র কাছে গাড়ীর একটা তার বিক্রী করেন। ক’দিন পরে ক্রেতা ফিরে এসে তারটি খারাপ বলে টাকা ফেরৎ চাইলে নৌশাদ বলেন তিনি কর্মচারী মাত্র, টাকা ফেরৎ দেবার অধিকার তাঁর নেই। ক্রেতা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে দৈহিক আক্রমণ করলে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে ক্রেতাকে প্রত্যাঘাত করেন, ফলে পরে ধীরে ধীরে ক্রেতার বাঁ-চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। ক্রেতা দামাম শারিয়া-কোর্টে মামলা করলে শারিয়া কোর্ট কিসাস আইন মোতাবেক নৌশাদের বাঁ-চোখ উপড়ে ফেলার রায়

দেন।

অঙ্গহানীর শারিয়া আইন ঃ- ''অঙ্গহানী ও অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়া বাস্তবিকপক্ষে একই প্রকৃতির। অপরাধী কোন ব্যক্তির দেহের যতখানি ক্ষতি সাধন করিয়াছে সমতার নীতি অনুযায়ী তাহার দেহেরও ঠিক ততখানি ক্ষতি করা যাইবে। যেমন কোন অপরাধী কোন ব্যক্তির চক্ষু উৎপাটন করিলে কিসাস বা সমতার নীতি অনুযায়ী তাহারও চক্ষু উৎপাটন করা হইবে।''- ''বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন'' ১ম খন্ড ধারা ৮৩।

কোরাণে অঙ্গহানীর আয়াত সুরা মায়েদাহ্ ৪৫ ইত্যাদিঃ- ''আমি এ গ্রন্থে তাহাদের প্রতি লিখিয়া দিয়াছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ হইতে পাক হইয়া যায়''।

ওপরের শারিয়া-আইনগুলো ইচ্ছেকৃত অপরাধের ওপরে, আত্মরক্ষার কারণে আক্রমণকারীর ক্ষতির ওপরে নয়। কিন্তু নৌশাদ ও নাজনীন ইচ্ছে বা পরিকল্পনা করে কোন অপরাধ করেন নি, দু'জনই আক্রান্ত হবার পর আত্মরক্ষায় প্রত্যাঘাত করেছেন। কিন্তু তবুও শারিয়া আইনে চোখের ভেতরে লোহা ঢুকিয়ে নৌশাদের চোখ ইসলামের নামে উপড়ে ফেলা হবে, নাজনীনের গলায় দড়ি দিয়ে ইসলামের নামে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। ইসলামের নামে শারিয়া-কোর্টগুলোর এ হেন অন্যায় হয়েই চলেছে আর ইসলামকে সে বদনাম বইতে হচ্ছে। এ অন্যায়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে **WIUML (Women Living Under Muslim Law)** ওয়েবসাইটে আর **Radical Islam's Rules By Paul Marchall** বইতে। নারীর ক্ষেত্রে ধর্ষককে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ধর্ষক খুন হলে সে নারীর শাস্তির কথা ওঠাই তো উদ্ভট ও হাস্যকর। বরং নাজনীনর প্রশংসা ও পুরষ্কার পেলে নারীদের মনোবল বাড়ত ও ধর্ষকদের মনোবল কমত। কিন্তু শারিয়া-কোর্টের এ রায় নারীদের মনোবল কমিয়ে ধর্ষককে করবে উৎসাহিত। রাগের মাথায়, কিংবা গাড়ী চালাতে চালাতে, কিংবা নেশার ঘোরে কিংবা আক্রমণকারীর হাতে থেকে আত্মরক্ষায়, কিংবা পরিকল্পনা করে, এই পাঁচ কারণে আঘাত বা হত্যা মোটেই একরকম অপরাধ নয়। কাজেই সে শাস্তিগুলোও এক হতে পারে না। আত্মরক্ষায় আক্রমনকারীর খুন বা অঙ্গহানীর শাস্তি শারিয়ায় নেই। কোরাণেও নেই, কিন্তু আছে পথনির্দেশ - ''সুবিচার কর''। শারিয়া-কোর্ট প্রায়ই সে ঐশী নির্দেশকে লংঘন করে।

রিয়াদের শারিয়া-কোর্ট বাদীর প্রতি আবেদন করেছে নৌশাদকে ক্ষমা করতে। শারিয়ায় অঙ্গহানীর (কিসাস) আইনে বাদীর ক্ষমা করার অধিকার আছে। নিহতের পরিবারের অধিকার আছে খুনীকে মাফ করার বা তার কাছে ক্ষতিপূরণের টাকা অর্থাৎ রক্তমূল্য দাবী করার (দিয়াত-আইন)। কিন্তু এ দাবী করার অধিকার আছে শুধুমাত্র নিহতের পুত্রেরই, কন্যার নয় - ''শারিয়া দি ইসলামিক ল'' -ডঃ আবদুর রহমান ডোই পৃষ্ঠা ২৩৫। এসব ক্ষেত্রে খুনীর হুদুদ শাস্তি হবে না। এই আইনে জয়নাল হাজারী বা বাংলা ভাই-এর মত দানবরা অত্যাচারিতকে, ধর্ষিতাকে বা নিহতের পরিবারকে হুমকি দিয়ে বাধ্য করতে পারে টাকা নিয়ে বা না নিয়ে ''ক্ষমা'' করতে। প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে তখন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে। কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা নেই সেটা ঠেকায় এবং বাংলা ভাই বা হাজারীকে হুদুদ শাস্তি দেয়। উল্লেখ্য, শারিয়ায় মুসলিম নারীর রক্তমূল্য মুসলিম পুরুষের অর্ধেক, ঈহুদী-খ্রীষ্টানের রক্তমুল্য মুসলিম পুরুষের এক তৃতিয়াংশ এবং অগ্নি-উপাসকদের রক্তমূল্য মুসলিম পুরুষের পনেরো ভাগের এক ভাগ - সুত্র শাফি' আইন ও-৪-৯।

অনেক কারণে দুনিয়ায় গাড়ীর দুর্ঘটনায় অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু-অঙ্গহানী হর হামেশাই হয়। এ ব্যাপারে বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন বলছে - ''বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ট্রাক ও বাস অ্যাক্সিডেন্টে নিরীহ মানুষ মরিতেছে। তাহাদের সন্তান-সন্ততির করুণ দশার পুর্ণ ও যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের দিকে পাশ্চাত্য আইন কোন দৃষ্টি দিবার পর্যাপ্ত বিধান রাখে নাই। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের বিধান ইসলামী আইনের সর্বকালীন আধুনিকতা প্রমাণ

করে'' - ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১০। কথাটা পুরোপুরি অসত্য। পাশ্চাত্য আইনে নিহতের পরিবারকে যথেষ্ট (ক্যানাডায় দশ লক্ষ ডলার পর্য্যন্ত) ক্ষতিপুরণ-বীমার ব্যবস্থা আছে। পরিমাণটা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট, কমবেশী করার উপায় নেই। এ বীমা ছাড়া গাড়ি চালালে এমন হিংস্র আইন তৈরী হয়ে আছে যে খুব কম লোকই বীমা ছাড়া গাড়ী চালাতে সাহস করে।

এমন অজস্র নারী-নিপীড়নের ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে শারিয়া-দেশগুলোতে। তার অতিত-বর্তমানের ছোটখাট একটা তালিকাও আছে আমাদের কাছে। আমাদের শারিয়া-সংগঠনগুলো চিরকাল দাবী করেছে যে শারিয়ার নামে নারীর ওপরে যে হিংস্রতা ও অন্যায় হচ্ছে তা তাঁরা সমর্থন করেন না। কিন্তু ওসব শুধু মুখের কথা, বাংলাদেশের কোন শারিয়াপন্থী দল এসব নারী-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন রকম কার্য্যকরী পদক্ষেপ তো দুরের কথা, তেমন উচ্চবাচ্য করেছে বলেও শোনা যায় নি।

তাঁরা একথাও বলেন যে, ক্ষমতা পেলে শারিয়ার এসব ফাঁককে তাঁরা মেরামত করে ফেলবেন। আল্লার আইন মানুষ মেরামত করবে, এ দাবী উদ্ভট এবং মিথ্যা। ''দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান মিলে হলেও হুদুদ আইনে বিন্দুমাত্র রদবদল করতে পারবে না'', বলেছেন মৌদুদী তাঁর ''ইসলামি ল' অ্যন্ড কনস্টিটিউশন'' কেতাবের ১৪০ পৃষ্ঠায়। কথাটা বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনেও আছে ১১ পৃষ্ঠায় ও ডঃ ডোই-এর শারিয়া কেতাবে ৪৪ পৃষ্ঠায়। কথার কথা নয় এটা, বাস্তবেও এই অনড়তার জন্য শারিয়া কোর্টে অপরাধী পার পেয়ে যায়। গত বছর এক স্বামী লাহোরের শারিয়া কোর্টে পরকীয়ার মামলা করেছিল। সে বিদেশে ও তার স্ত্রী পাকিস্তানে থাকে কিন্তু এদিকে তার স্ত্রীর বাচ্চা হয়েছে। স্বামী নিজের ও বাচ্চার ডি-এন-এ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছে এ বাচ্চা তার নয়। বাচ্চার আসল পিতার নামও সে কোর্টকে বলেছে, এখন সেই লোকের ডি-এন-এ পরীক্ষা করলেই প্রমাণ হবে সে ওই বাচ্চাটার অবৈধ পিতা কি না। প্রমাণ হলে তার শাস্তি হবে। কিন্তু বিচারক রায় দিলেন, শারিয়ার আইনে ডি-এন-এ পরীক্ষা বা কোন কিছু যোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এবং যেহেতু পরকীয়া প্রমাণের জন্য চারজন বয়স্ক মুসলমান পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি তাই অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। অতএব পরকীয়ার (সম্ভাব্য) অপরাধী হাসতে হাসতে কোর্ট থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এল। একই কারণে ২০০৩ সালে নাইজিরিয়ার আমিনা লাওয়াল কুরামি'র মামলায় অপরাধীর শাস্তি হয়নি অথচ আমিনাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছিল শারিয়া-কোর্ট। ইরাণে বর্তমানে এ ধরণের এক অবিশ্বাস্য নারী-বিরোধী শারিয়া-মামলা লড়ছেন গত বছরের নোবেল শান্তি-পুরষ্কার বিজয়িনী আইনবিদ ডঃ শিরিন এবাদি। ধর্ষণের মামলা চলাকালে ধর্ষক জেলখানায় আত্মহত্যা করেছে, তাই এখন ধর্ষিতাকে রক্তমূল্য (শারিয়ার দিয়াত আইন - ধর্ষকের পরিবারকে দিতে হবে) দিতে হবে যা কিনা প্রায় আমেরিকান আঠারো হাজার ডলার। আসলে আইনটা সেরকম নয় কিন্তু বাদী যেহেতু শারিয়া-কোর্ট স্বয়ং, তাই গরিব বাবা-মা ও ভাই তাদের জমি-বাড়ি বিক্রী করে এ টাকার চেষ্টা করছে। সবাই জানি এ অন্যায়। কিন্তু কথা হল, আমাদের শারিয়াপন্থী ইসলামি দলগুলো এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র টুঁ শব্দ করেন না। নিজের দেশে ধর্ষিতা হতভাগীনি মা-বোনদের জুতো মেরে চাবুক মেরে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে ফতোয়ার আদালতের রায়ে, খবরের কাগজে সেগুলো ক্রমাগত উঠছে কিন্তু এসব ইসলামী দলের বিবেকে কোন কশাঘাত পড়ে না। শারিয়ার এটাই বৈশিষ্ট্য, শারিয়া-কর্মীদের বিবেক সে অকেজো করে দেয়।

এটাই শারিয়ার নিদারুণ বাস্তব। শুধু গাড়ীটাই খারাপ নয় তার ড্রাইভারও মাতাল, অ্যাক্সিডেন্ট তাই অনিবার্য্য।

সবাইকে সালাম।
ফতেমোল্লা।
৩১শে জানুয়ারী ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬)।